86

তারিখ ... JUL 3 1999
পৃঃ ৬ কলাম ৩

দৈনিক সংবাদ

বুয়েট কি ফিরে পা

হিলটন দাস

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একাডেমিক কার্যক্রম দীর্ঘ ৬৮ দিন ছিল বন্ধ। আগামী ৪ঠা জুলাই হতে সেটা আবার শুরু হচ্ছে। গত ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল সংঘটিত ঘটনার পর ২৭শে এপ্রিল বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে বুয়েটের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল একাডেমিক কার্যক্রমও স্থগিত হয়ে পড়ে।

গত ২৮শে জুন অনুষ্ঠিত বুয়েটের একাডেমিক কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আগামী ৪ঠা জুলাই সকাল ৯টায় বুয়েটের আবাসিক হলসমূহ খুলে দেয়া হবে; সাথে সাথে একাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রমও চালু করা হবে। গত ২রা মে থেকে অনুষ্ঠিতব্য বুয়েটের সকল অনুষদের সকল লেভেল/টার্ম-এর স্থগিত পরীক্ষাসমূহ আগামী ২০শে জুলাই থেকে শুরু হবে। অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থাপত্য বিভাগের বন্ধ ক্লাসসমূহ আগামী ৫ই জুলাই থেকে শুরু হয়।

দীর্ঘ ৬৮ দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় বুয়েট খোলার পর একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে কিনা, স্থাপত্য বিভাগের ক্লাস ও অন্যান্য অনুষদের পরীক্ষাসমূহ নির্দিষ্ট তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত হবে কিনা- এ ব্যাপারে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মনে প্রশ্ন জাগছে। সবারই একই প্রশ্ন, একই শংকা বুয়েট কি আবারও বন্ধ হবে?

পুরকৌশল বিভাগের লেভেল-২-এর ছাত্র দীপু ক্লাস টেস্টে অসদুপায় অবলম্বন করায় তাকে বুয়েট কর্তৃপক্ষ এক বছরের জন্য বহিষ্কার করে। তখন থেকে ঘটনার সূত্রপাত। দীপুর বহিষ্কার

আদেশ বাতিলের দাবিতে ছাত্ররা গত ২৫শে এপ্রিল রাতে একাডেমিক ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাঙচুর করে। আবার ২৬শে এপ্রিল রাতে শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় আক্রমণসহ বিভিন্ন একাডেমির ভবন এবং ছাত্রাবাসসমূহে ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ঘটনা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে 'বোর্ড অফ রেসিডেন্স এন্ড ডিসিপ্লিন কমিটি' বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধান অনুযায়ী মোট ৫৮ জন ছাত্রের শাস্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করে। এদের মধ্যে একজন ছাত্রকে চিরতরে বুয়েট থেকে বহিষ্কার, তিনজন ছাত্রকে দুই টার্মের স্থগিত বহিষ্কারসহ চার টার্মের জন্য বহিষ্কার ও জরিমানা, দুইজন ছাত্রকে জরিমানাসহ চার টার্মের জন্য স্থগিত বহিষ্কার, ২১ জনকে জরিমানাসহ দুই টার্মের জন্য স্থগিত বহিষ্কার এবং বাকি ৩১ জনকে জরিমানাসহ অথবা শুধু সতর্কীকরণ করা হয়। জরিমানা সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ৫শ' টাকা নির্ধারণ করা হয়। কোনভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় সাতজন ছাত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে, এদের মধ্যে তিনজন বিদেশী নেপালী ছাত্র রয়েছে।

বুয়েটের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট সমন্বয়ে গঠিত 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য'; শিক্ষক দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিটি, কমিটির রিপোর্ট এবং ছাত্রদের শাস্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। একই সাথে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানায় এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে কর্তৃপক্ষকে জানায়। বুয়েট খোলার পর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আন্দোলনের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করবে বুয়েট একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে কিনা, এ মতামত জানায় কয়েকজন সাধারণ ছাত্র।

বোর্ড অফ রেসিডেন্স এন্ড ডিসিপ্লিন কমিটি ছাত্রদের শাস্তি ঘোষণার পর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য এ রকম ঃ

'তদন্ত কমিটি' গঠনের পর থেকেই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এই তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ না বলে মত প্রদান করে এসেছে। ঘটনার সাথে কর্তৃপক্ষের একাচ অংশ ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি করতে চেয়েছে, যাতে তারা হাসিল করতে পারে, নির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে গঠন এবং তার রিপোর্টকে নিরপেক্ষ মনে করছি কমিটি যাদের শোকজ করেছে তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে যারা সংগঠিত ঘটনার সাথে কোনভাবে জড়ি ফলে শৃংখলা কমিটিও সম্পূর্ণ একপেশে এবং কর্তৃপক্ষের শাস্তির পরিমাণ প্রতিশোধমূলক, প্রচন্ড রূ এবং সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন। বুয়েটের সকল ছাত্রসমা কমিটি, শৃংখলা কমিটি এবং শাস্তি ঘোষণা ভীষণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

বুয়েট ছাত্র নেতৃবৃন্দ জানালেন, আমরা চাই নিরপেক্ষ তদন্ত, তাই বলে দোষী তারা ছাত্র হোক, অথবা শিক্ষকই হোক আইনের চোখে সবাই সমান। একটি নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গ গ্রহণ করছেন না তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। সত্যই মনে করে এ ঘটনার সাথে তাদের কোন অং তবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে ক কোথায়? আবার এই শাস্তি দেয়ার প্রক্রিয়া থেকে এ কাছে, স্পষ্ট যে শৃংখলা কমিটির একটি অংশ চায় অস্থিতিশীল হোক, অচল অবস্থা বিরাজ করুক এ অবস্থায় তারা তাদের স্বার্থ আদায় করতে পারে।

বুয়েট ছাত্র নেতৃবৃন্দরা আরও জানিয়েছেন, বু বর্তমান অস্থিতিশীলতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে বর্তমানে এই শাস্তিদান স্থগিত ঘোষণা করতে হবে এ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার উদ্যোগ হবে। আর যদি তা না করা হয়, তবে বুয়েটের শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া বন্ধ এবং বিচার বিভাগীয় গঠনের জন্য বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।

চক্রবর্তী কুমিল্লায় বসবাস করতেন। দীর্ঘ তিন দশকেরও অধিক কাল ধরে এই প্রাজ্ঞ শিক্ষক এতদঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত শিক্ষকের ছাত্র ও বিশিষ্ট লেখক শান্তনু কায়সার। সভার শুরুতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

গত ১৭ই জুন তিনি পরলোকগমন করেন। তার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তালপুকুরস্থ শিক্ষকের বাসভবনে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও গুণগ্রাহী ভিড় জমান। অপরাহ্নে শ্মশানঘাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রয়াত নরেন্দ্র চক্রবর্তীর সতীর্থ প্রফেসর সুবীরকুমার চক্রবর্তী, তার প্রাক্তন সহকর্মী আলী আকবর মজুমদার, ফরিদা বিদ্যায়তনের সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী অনিমা মজুমদার, তার ছাত্রছাত্রী সৌভিক মজুমদার, নাদিরা রহমান ও জোবায়ের আহমদ এবং তার পুত্র শান্তনু চক্রবর্তী। দ্বিতীয়পর্বে শোকসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সন্তানের পিতৃ পরিচয় দাবি করে মামলা করেছে সালেহা

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ থেকে থানা প্রতিনিধি ঃ ছ' মাসের শিশুপুত্র সাগরের পিতৃ পরিচয় ও স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে কুমারী মাতা সাহেলা বেগম (২০) আদালতে মামলা দায়ের করেছে।

জগন্নাথপুর থানার হলদিপুর ইউনিয়নের চিলাউড়া (মাঝপাড়া) গ্রামের মৃত হাসিম উল্যার পুত্র তাজউদ্দিন (২৬)-এর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে একই গ্রামের দিনমজুর আবদুস সোবহানের যুবতী কন্যা সাহেলার উপর। সে তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ভোগ করে। একসময় সাহেলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তখন সাহেলা তাজউদ্দিনকে বিয়ের চাপ দেয়। তাজউদ্দিন এতে অস্বীকৃতি জানায়। এক পর্যায়ে সাহেলার গর্ভজাত সন্তান সাগরের জন্ম হয়। বিষয়টি তখন আর চাপা থাকে না। এলাকাবাসীর কাছে সাহেলা তার সর্বনাশের বৃত্তান্ত খুলে বলে। সে গ্রাম্য মাতব্বর ও ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি। উপরন্তু তাজউদ্দিন সাহেলার পরিবারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে শুরু করে। নিরুপায় হয়ে সাহেলা শিশুসন্তানকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেও বিচার না পেয়ে গত ১৬ই মে সুনামগঞ্জের প্রথম শ্রেণীর হাকিম আদালতে একটি মামলা দায়ের করে। কিন্তু তাজউদ্দিন মামলা তুলে আনার হুমকি দিচ্ছে।

রেলের পশ্চিম জোন

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাচ্ছে আরো দুটি ট্রেন

পার্বতীপুর থেকে শাহোকেশ অদুদের

২০টি চর এলাকাসহ ৪ প্লাবিত হয়েছে। এর সা পানি যুক্ত হয়ে পরিস্থিতি ঘটছে। পানি বৃদ্ধির স নদীর ভাঙন। বিলীন হ তীরঘেঁসা গ্রাম, মে ভিটেমাটি, আবাদি জমি লোকজন ভাঙনের আত ছুটে যাচ্ছে। ঘরবাড়ি সুযোগও পাচ্ছে না।

ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও গাইবান্ধা জেলার ৪টি চরাঞ্চল ডুবে গেছে। এ গাইবান্ধা সদর, সুন্দর সাঘাটা। এর মধ্যে তি সুন্দরগঞ্জ থানার কা তারাপুর, হরিপুর, চ ইউনিয়নের ৪৫টি চর পানিতে গাইবান্ধা সদর মোল্লারচর, গিদারী ও ৩৫টি চরাঞ্চল, ব্রহ্মপুত্র ফুলছড়ি ও সাঘাটা কঞ্চিপাড়া, গজারিয়া, ফজলুপুর, উড়িয়া, হল মুক্তিনগর, সাঘাটা ও নিয়নের ৪০টি চরাঞ্চল ভাসছে। এর সাথে নিম্ন হয়েছে।

গাইবান্ধার পূর্বাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে যা ঘাঘট নদী এক হয়ে কোমর নই, কুঠিপাড়া, কোম্পানিপাড়া, মান্দার মডার্ন পাড়া প্লাবিত হয়ে

অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র ভীষণ ভয়াল আকার ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে ফুলছড়ি ইউনিয়ন নিশ্চিহ্ন হওয়ার

বারহাট্টা (নেত্রকোনা আলম ঃ থানার নিম্নাঞ্চল এতে অনেক স্থানে আমন নিচে তলিয়ে গেছে। থানা সিংধা, রায়পুর ও সাহতা হয়েছে বেশি।

গত বছর প্রলয়ংকরী ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হও বীজ সংরক্ষণ করতে পারে আমন বীজের সংকট র প্রবল বৃষ্টি ও ঢলের তলিয়ে যাওয়ায় কৃষক হত

ফরিদপুর থেকে ইউসু ফরিদপুরে পদ্মা নদীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি বৃদ্ধির অবস্থার কাছাকাছি। প

---

২৭ কিলে

নওগাঁ- দুর্ঘটনা

জয়পুরহাট থেকে আমি